টিপ্পনী

চতস্রোরাজবিদ্যা ঃ রাজবিদ্যা চার প্রকার—(১) ত্রয়ী অর্থাৎ—ঋগ্বেদ, সামবেদ ও যজুর্বেদ অধ্যয়ন, (২) কৃষি পশুপালনাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন, (৩) আণ্বীক্ষিকী বা দর্শনাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন ও (৪) দণ্ডনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান। অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য বলেছেন—'আণ্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতিশ্চেতি বিদ্যাঃ'। (১/২) মনুসংহিতায় (৭/৪৩) রাজাকে এই চারটি বিদ্যা শিক্ষা করতে বলা হয়েছে—'ত্রৈবিদ্যেভ্য স্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিং চ শাশ্বতীম্। আণ্বীক্ষিকীং চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ।।' যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার আচারাধ্যায়েও প্রায় একই কথাই পাওয়া যায়—'স্বরন্ধ্র গোপ্তান্বীক্ষিক্যাং দণ্ডনীত্যাং তথৈব চ। বিনীত স্তথ বার্তায়াং ত্রয্যাঞ্চৈব নরাধিপঃ।।' (১/৩১১) মহাভারতের রাজধর্মানুশাসনেও আমরা চার প্রকার বিদ্যার কথা পাই—'ত্রয়ী চাণ্বীক্ষিকী চৈব বার্তা চ ভরতর্ষভ। দণ্ডনীতিশ্চ বিপুলা বিদ্যাস্তত্র নিদর্শিতাঃ।।' (৫৯/৩৩)।

ত্রয়ী—ত্রয় কথা থেকে ত্রয়ী কথার উৎপত্তি। অতএব ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ৩টি বেদকেই ত্রয়ী বলা হত। অথর্ববেদের আলোচ্য লৌকিকধর্ম হবার জন্য যজ্ঞপন্থীরা অথর্বকে স্বীকার করতেন না—এটা পাশ্চাত্য মত। কর্ম মীমাংসকগণ ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারটি বেদকেই ত্রয়ী শব্দের দ্বারা বোঝান হয়েছে বলে মনে করেন। পদ্যাত্মক মন্ত্র ঋক্, গদ্যাত্মক যজুঃ এবং গীতিময় সাম। এছাড়া চতুর্থপ্রকার বাণী না থাকার জন্য অথর্বের এর মধ্যেই গতার্থ হয়েছে বলে মনে করা হয়। সায়ণাচার্য্য গোপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণবাক্য বিচার করে অথর্ববেদভাষ্য ভূমিকায় ত্রয়ীর মধ্যেই বেদচতুষ্টয়ের গতার্থতা দেখিয়েছেন। কৌটিল্য অবশ্য ত্রয়ীর থেকে পৃথক্ ভাবে অথর্ববেদ ও ইতিহাসবেদের বেদত্বের কথা বলেছেন—'সামঋগ্যজুর্বেদাস্ত্রয়; ত্রয়ী। অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ।' (৩/১)

চতুরাশ্রম বিহিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্ম-কর্মের অঙ্গরূপে ত্রয়ী বিষয়ক জ্ঞান রাজার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ছিল। রাজার কর্তব্য ছিল কেউ যেন বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম থেকে বিচ্যুত না হয় তা দেখা। এজন্য ত্রয়ী নির্দিষ্ট ব্যবস্থা তাঁকে জানতে হত।

বার্তা—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যকে বার্তা বলা হয়েছে—'কৃষিপশুপাল্যে বাণিজ্যা চ বার্তা, ধান্যহিরণ্যকুপ্যবিষ্টিপ্রদানাদৌ-পকারিকী'। অর্থাৎ কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য এই তিনটি বিষয়ই বার্তা নামক

Scanned with CamScanner

বিদ্যার দ্বারা প্রতিপাদিত হয়। এই বিদ্যা; ধান্য, পশু, হিরণ্য, কুপ্য অর্থাৎ সোনা রুপা ছাড়া অন্য ধাতু এবং বিষ্টি অর্থাৎ কর্মকর প্রদানে সহায়তা করে বলে সমাজের উপকার সাধন করে। পরাশর প্রভৃতি রচিত ক্ষেত্রকর্ষণ, বীজবাপন প্রভৃতি বিষয়ক শাস্ত্রের নাম কৃষি। গৌতম, শালিহোত্র প্রভৃতি রচিত গরু, ঘোড়া প্রভৃতি পশুপালন বিষয়ক শাস্ত্র এবং বিদেহরাজ প্রণীত ক্রয়বিক্রয় বিষয়ক বাণিজ্য শাস্ত্র নিয়েই বার্তা গঠিত। মূলতঃ বার্তার উপরেই রাজকোষ নির্ভর করে এবং রাজকোষের উপর সৈন্য প্রভৃতির প্রতিপালন নির্ভর করে বলে গ্রাম্য অর্থনীতির ক্ষেত্রে বার্তার বিশেষ অবদান আছে। মনু তাই রাজার শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে বার্তার কথা উল্লেখ করেছেন এবং সেই সেই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে রাজাকে তা শিক্ষা করতে বলেছেন—'ত্রৈবিদ্যেভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্ দণ্ডনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্। আন্বীক্ষিকিঞ্চাত্মবিদ্যাং বার্তারম্ভাংশ্চ লোকতঃ' (৭/৪৩)।। শস্য উৎপাদন, শুল্কবিধি, নৌনির্মাণ, ধাতু ব্যবসা, কর্মচারীদের বেতন দান প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই বার্তার আলোচ্য। মনুর উক্ত শ্লোকের টীকায় মেধাতিথি তাঁর ভাষ্যে বলেছেন—'পণ্যানামর্থপরিজ্ঞানং বাণিজ্য কৌশলং সমন্ত্রেন তত্র পরিজ্ঞানং বার্তা'। অর্থাৎ পণ্যদ্রব্যের মূল্য পরিজ্ঞান এবং বাণিজ্য পরিচালনার নৈপুণ্যকে বলে বার্তা। মহাভারতে তাই বলা হয়েছে যে—বার্তার আশ্রয় গ্রহণকারী লোক সুখে কালযাপন করতে পারে—'বার্তায়াং সংশ্রিতস্তাত লোকো হ্যয়ং সুখমেধতে।

আন্বীক্ষিকী—অন্বীক্ষা (শ্রবণানন পশ্চাৎ ঈক্ষা অন্বীক্ষা উন্নয়নং তন্নির্বাহিকা সেয়মান্বীক্ষিকী ন্যায় তর্কাদিশব্দৈরপি ব্যবহ্রিয়তে) বা সূক্ষ্ম তত্ত্বের অনুসন্ধান যে বিদ্যার দ্বারা হয় তাকেই বলে আন্বীক্ষিকী। ন্যায়দর্শনকে শব্দটির দ্বারা বোঝান হলেও যে কোন দর্শন শাস্ত্রকেই আন্বীক্ষিকী বলা যায় এবং কৌটিল্য সেই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করেছেন। সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত এই তিনটিই এই শাস্ত্রের অন্তর্গত। এই তিন বিদ্যার সামর্থ্য, অসামর্থ্য, প্রাধান্য, অপ্রাধান্য যুক্তির দ্বারা নির্ধারণ করে বলে তা লোক সমাজের উপকারক। এই শব্দটির অর্থ বিষয়ে ভারতীয় পরম্পরায় মতপার্থক্য আছে। গৌতম, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ এর দ্বারা তর্কবিদ্যাকে বোঝেন। কামন্দকীয় নীতিসারে এর দ্বারা আত্মবিদ্যাকে বোঝান হয়েছে। শুক্রনীতির মতে আন্বীক্ষিকী হল সেই শাস্ত্রবিদ্যা যা আত্মজ্ঞানলাভে সহায়তা করে। মেধাতিথি মনে করেন যে তর্কবিদ্যা এবং অর্থশাস্ত্র উভয়েই আন্বীক্ষিকী। কৌটিল্য আন্বীক্ষিকীকে সমস্ত বিদ্যার প্রদীপস্বরূপ, সমস্ত কর্মের উপায় স্বরূপ এবং সমস্ত ধর্মের আশ্রয়স্বরূপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন—

প্রদীপঃ সর্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্বকর্মণাম্।
আশ্রয়ঃ সর্বধর্মাণাং শশ্বদান্বীক্ষিকী মতা।। (অর্থশাস্ত্র ১/১/২)

Scanned with CamScanner

বিষ্ণুগুপ্ত ঃ অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কৌটিল্য মল্লনাগ, পক্ষিলস্বামী, কাত্যায়ন, বিষ্ণুগুপ্ত, চাণক্য ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিলেন। কুটল গোত্রীয় হবার জন্য তিনি কৌটিল্য এবং পাঞ্জাবের চণক গ্রামের অধিবাসী হবার কারণে জয়মঙ্গল টীকায় তাঁকে চাণক্য বলা হয়েছে। দশকুমারচরিত, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি রচনায় অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে বিষ্ণুগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারে বলা হয়েছে—'নীতিশাস্ত্রামৃতং শ্রীমানর্থশাস্ত্র মহোদধেঃ। য উদধ্রে নমস্তস্মৈ বিষ্ণুগুপ্তায় বেধসে।।' (১/৬)। গ্রন্থশেষে অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা হিসাবে বিষ্ণুগুপ্তের কথা যেমন বলা হয়েছে—'দৃষ্ট্বা বিপ্রতিপত্তিং বহুধা শাস্ত্রেষু ভাষ্যকারাণাম্। স্বয়মেব বিষ্ণুগুপ্তশ্চকার সূত্রং চ ভাষ্যং চ।।' তেমনি ১/১০/১৪, ১/১/১৯ প্রভৃতি অংশে কৌটিল্যকে এর রচয়িতা বলা হয়েছে।

বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্যের জীবনকথা বিষয়ে লোককথাই একমাত্র উপাদান। তিনি নাকি কেরালার অধিবাসী ব্রাহ্মণ। তীর্থযাত্রার সময় বারাণসীতে এসে তিনি তাঁর কন্যাকে হারান, ফলে দেশে না ফিরে মগধে আশ্রয় নেন। কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে—নন্দবংশের রাজার উপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য তিনি চন্দ্রগুপ্তকে রাজপদে স্থাপন করেন।

এই গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বিষ্ণুগুপ্ত ছয় হাজার শ্লোকে সংক্ষেপে দণ্ডনীতির প্রণয়ন করেন। অথচ অর্থশাস্ত্র কিন্তু মূলতঃ গদ্যে লেখা। কাজেই বিষ্ণুগুপ্তের শাস্ত্র বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

মৌর্যার্থে ঃ মৌর্য বংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে এখানে বোঝান হয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের মাতা মুরার নামানুসারে এই বংশের এরূপ নামকরণ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী বিভিন্ন কিংবদন্তী থেকে জানা যায়। নন্দবংশের রাজার ঔরসে মুরা নামক দাসীর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। বিষ্ণুপুরাণ, মুদ্রারাক্ষস নাটক প্রভৃতি গ্রন্থে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তকে মগধের নন্দবংশোদ্ভূত বলা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন বুদ্ধদেবের সমকালে পিপ্পলীবনের মোরিয় নামক ক্ষত্রিয় বংশের মধ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। এরা ময়ূরকে তাদের টোটেম বলে মনে করত। সেই কারণেই তারা মৌর্য। নন্দদের হাতে অপমানিত হয়ে চাণক্য ধননন্দকে পরাস্ত করে বুদ্ধিদীপ্ত চন্দ্রগুপ্তকে ঐ বংশের সিংহাসনে বসাবার সংকল্প করেছিলেন; কারণ তিনি ছিলেন চন্দ্রগুপ্তের গুরুদেব। মূলতঃ চাণক্যের বুদ্ধির সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য প্রাপ্তি ঘটে। তাঁর শাসনকার্যের সুবিধার জন্যই কৌটিল্য নাকি অর্থশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। অশোক মৌর্যবংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন। শুঙ্গবংশীয় রাজা পুষ্যমিত্র মৌর্যবংশের শেষ সম্রাট বৃহদ্রথকে হত্যা করে শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটান। উইনটারনিজ

Scanned with CamScanner

ভেনসেন্টস্মিথ প্রভৃতি পণ্ডিত মনে করেন যে কৌটিল্যের কোন শিষ্যই অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা। অর্থশাস্ত্রের ১/১০/১৪ অংশে বলা হয়েছে যে রাজার সুবিধার জন্য এই গ্রন্থ লেখা হল—'সর্বশাস্ত্রাণ্যনুক্রম্য প্রয়োগমুপলভ্য চ। কৌটিল্যেন নরেন্দ্রার্থে শাসনস্য বিধিঃ কৃতঃ।।'—কিন্তু রাজার নাম যে চন্দ্রগুপ্ত একথা কোথাও বলা হয়নি।

তত্ত্ব কিল শাস্ত্রং শাস্ত্রান্তরানুবন্ধি—'অনন্তপারম্ কিল শব্দশাস্ত্রম্'। একটি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য শাস্ত্রের বিষয়েও জ্ঞানার্জন করতে হয়। যেমন বেদপাঠের জন্য বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রের অভ্যাস প্রয়োজন, তেমনি দণ্ডনীতি বিষয়ে জ্ঞানের জন্য বার্তা, আন্বীক্ষিকী ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হয়। তাই বলা হয়—'আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্তানাং যোগক্ষেমসাধনো দণ্ডঃ। তস্য নীতির্দণ্ডনীতিঃ'। দণ্ডনীতিতে অভিজ্ঞ হবার জন্য অধ্যাত্মবিদ্যারও চর্চা প্রয়োজন বলে কোন কোন আচার্য মনে করেন। অতএব একটা শাস্ত্রে জ্ঞানার্জন করতে হলে তার সঙ্গে সংযুক্ত নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শ্রবণে নিমগ্ন থেকে লোকে বার্ধক্যে উপনীত হয়। তার পক্ষে জীবনের সুখ উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

আলোচনা—শাস্ত্রজ্ঞান লাভের পর মানুষ জ্ঞানের দ্বারা চালিত হয় এবং ভোগ সংযত হতে পারে। 'বিশ্বস্তে নাতি বিশ্বসেৎ' এই নীতি অনুসারে সকলের সব কাজকেই সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে রাজনীতিবিদ্। তুলাদণ্ডে মেপে সব কিছুর ভাল মন্দ বিচারে নিমগ্ন হন পণ্ডিতেরা। এরূপ পরিস্থিতিতে স্ত্রীপুত্রকেও পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে পারেন না—'পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ।' কৌটিল্য ভীতিবশতঃ রাত্রেও স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শুতে নিষেধ করেছেন। এভাবে সন্দিগ্ধব্যক্তি সব কিছুর হিসাব করতে থাকে। পেট ভরানোর জন্য এতটুকু চাল আর জ্বালানি হলেই চলবে মনে করে, খালি হিসাব মাপে। এতে জীবনের উদ্যম নষ্ট হয়ে যায়। অতএব বেদাদি শাস্ত্র যেভাবে ঠকায় তেমনি ভাবেই রাজনীতি শাস্ত্রও মানুষকে ঠকায় ও নিঃসুখ করে। অসংযত জীবন যাপনের সহায়ক না হওয়ায় এই শাস্ত্রও অপাঠ্য।

Scanned with CamScanner